গৃহকার্য্য যখন করিত তীর্থমণি।
বাবা বলে ডাকিত যেমন উন্মাদিনী।।
সবে বলে 'বধূ গেল পাগলা হইয়ে।
শিকল লাগা'য়ে পা'য়ে রাখিত বাঁধিয়ে।।
বদন বলিল 'আমি চিরদিন জানি।
সাধ্বী-সতী পুত্রবধূ অব্যভিচারিণী।।
চেহারায় বাহিরায় সতীত্বের জ্যোতিঃ।
তবে কেন বধূ হেন হ'ল ছন্নমতি।।
বাবা! বাবা! বাবা! ব'লে ডাক ছেড়ে ওঠে।
ঝাড়া দিলে লোহার শিকল যেত কেটে।।
বদনের দর্প, দর্পহারী কৈল চুর।
এর মধ্যে তীর্থমণি এল কৃষ্ণপুর।।
ভ্রাতৃ-অন্নভুক্তা অতি নির্ভয়া হৃদয়া।
মহাভাব অনুরাগে তেজোময়ী কায়া।।
তীর্থমণি বালার সুকীর্ত্তি চমৎকার।
কহে কবি রসরাজ রায় সরকার।।

শ্রীমৎ রসিক সরকারের উপাখ্যান

প্রভু জগন্নাথ এল ওড়াকান্দী গ্রাম।
ভকত ভবনে সদা ভ্রমণ বিশ্রাম।।
বাল্যাবধি পৌগণ্ড লীলা সফলাডা'য়।
কৈশোরে হইল ভক্ত মিলন তথায়।।
ওড়াকান্দী আমভিটা যখন যুবত্ব।
ভক্তসঙ্গে দিবানিশি হরিনামে মত্ত।।
মত্ত রাউৎখামার আদি মল্লকান্দী।
হেনকালে প্রভুর বসতি ওড়াকান্দী।।
ওড়াকান্দী যবে হ'ল লীলার প্রচার।
সবে কহে ওড়াকান্দী উড়িয়ানগর।।
ওড়াকান্দী ঘৃতকান্দী আর মাচকান্দী।
আড়োকান্দী তিলছড়া আর আড়কান্দী।।
রামদিয়া ফুকুরা নড়া'ল সাধুহাটি।
নারিকেলবাড়ী পরগণে তেলিহাটি।।
সাধুহাটি মাতিল রসিক সরকার।
অলৌকিক কীর্ত্তি তার অতি চমৎকার।।
কলেজেতে পড়িতেন সেই মহামতি।
বয়স তখন প্রায় হ'বে দ্বাবিংশতি।।
প্রথম মুন্‌সেফ্ হইল বিচারপতি।
তিনদিন চাকুরী করিল মহামতি।।
মানসে বিমর্ষ কার্য্য পরিত্যাগ করি।
ছুটি লওয়া ছলে চলে আসিলেন বাড়ী।
কায়স্থ-কুলেতে উপাধ্যায় সরকার।
তাহার পিতার নাম হয় গঙ্গাধর।।
পিতা হন অসন্তুষ্ট চাকুরী ছাড়ায়।
মহাদুঃখী তার খুল্লতাত মহাশয়।।
খুড়া শ্রীকৃষ্ণমোহন বলে বার বার।
চাকুরী করনা বাপ এ কোন বিচার?
তিনি জানা'লেন সেই রসিকের মায়।
'রসিকের মাতা গিয়া ঠাকুরে জানায়।।
রসিকের কি হ'য়েছে নাহি শুনে কথা।
চাকুরী না করে রহে হেঁট করি মাথা।।
যদি কিছু বলি কহে না করিও ত্যক্ত।
ওড়াকান্দী হরিচাঁদ আমি তাঁর ভক্ত।।
চল প্রভু সাধুহাটি সরকার বাড়ী।
তব বাক্যে যদি বাছা করেন চাকুরী।।'
মহাপ্রভু উত্তরিল সাধুহাটি গ্রাম।
রসিক প্রভুর পদে করিল প্রণাম।।
ঠাকুর বলেন বাছা বলত আমায়।
চাকুরী করনা কেন বলে তব মা'য়?
রসিক বলেন 'পদে নিবেদন করি।
আর না করিব আমি পাপের কাছারী।।
আমা হ'তে হইবে না সূক্ষ্ম সুবিচার।
অপরাধী হ'ব ল'য়ে বিচারের ভার।।